দৈনিক ইনকিলাব

052

তারিখ ..26 MAR 198৪..
পৃষ্ঠা... ...5... কলাম...3...

শিক্ষক-ডাক্তারদের প্র্যাকটিস

হাসপাতালে কর্মরত এক শ্রেণীর চিকিৎসক হাসপাতালের কাজের চেয়ে প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতেই বেশী আগ্রহ এবং উৎসাহ প্রকাশ করে থাকেন। তাদের পাশাপাশি যারা শিক্ষক-ডাক্তার অর্থাৎ মেডিক্যাল কলেজগুলোতে যেসব চিকিৎসক শিক্ষাদান করে থাকেন তারাও প্রাইভেট প্র্যাকটিসের প্রতি আগ্রহ কম দেখান না। ফলে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে তারা তাদের মূল্যবান সময়ের পুরোটা ব্যয় করতে পারেন না। এ ব্যাপারে সরকারও সচেতন রয়েছেন। স্বাস্থ্য, জনশক্তি, পরিকল্পনা সম্পর্কে গঠিত উচ্চ পর্যায়ের এক কমিটি সম্প্রতি প্রেসিডেন্টের কাছে পেশকৃত এক রিপোর্ট এবং সুপারিশমালায় শিক্ষক-ডাক্তারদের সম্পর্কে সুস্পষ্ট অভিমত ব্যক্ত করেছেন। সরকারী চিকিৎসকদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস সম্পর্কে সুপারিশমালায় বলা হয়েছে যে, শিক্ষক-ডাক্তাররা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল্যবান সময় নষ্ট হয়। অথচ এই সময় শিক্ষা ও গবেষণার মানোন্নয়নে ব্যয় করা যেতে পারে। সুতরাং শিক্ষক-ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করার সুযোগ আছে। কমিটির এই সুপারিশকে আমরা অযৌক্তিক বলতে পারি না। যারা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ মেডিক্যাল কলেজ ও পোস্টগ্রাজুয়েট মেডিসিন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তারা বরং অধিকতর মহান কাজে নিয়োজিত রয়েছেন। তারা দেশের রুগ্ন মানুষ যাতে যথাসময়ে সুচিকিৎসা পায় সে জন্যে আরো বেশীসংখ্যক চিকিৎসক তৈরীর কাজে নিয়োজিত। আমাদের দেশে এমনিতেই চিকিৎসকের সংখ্যা অপ্রতুল। তাই যতো বেশী চিকিৎসক বেরিয়ে আসবে ততোই দেশের জন্যে তা মঙ্গলজনক হবে। কিন্তু শিক্ষক-ডাক্তারগণ যদি প্রাইভেট প্র্যাকটিসের মোহে আবিষ্ট হয়ে পড়েন তাহলে স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তারা কিছুটা অসুবিধার সম্মুখীন হবেন। অর্থাৎ তারা শিক্ষকতার কাজে পুরোপুরি মনোনিবেশ করতে পারবেন না এবং সেই সঙ্গে গবেষণার দিকেও ঠিকমত মনসংযোগ করতে পারবেন না। এটা কাম্য হতে পারে না।

অবশ্য শিক্ষক-ডাক্তারদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস বন্ধ করলে তাদের জন্যে কিছু অতিরিক্ত সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করতে হবে। যারা প্রাইভেট প্র্যাকটিস করতে পারবেন তাদের দিকে তাকিয়ে শিক্ষক-ডাক্তাররা যাতে বিমর্ষ না হন সে ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে। তাতে তারা অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত হবেন। কমিটির সুপারিশেও তাই বলা হয়েছে যে, প্র্যাকটিস বন্ধ করার পরে শিক্ষক-ডাক্তারদের মর্যাদা বৃদ্ধি, নন প্র্যাকটিসিং ভাতা ও গবেষণার সুযোগ-সুবিধা দান এবং উচ্চতর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাদের উৎসাহ দেয়া যেতে পারে।

আমরা মনে করি, কমিটির এই সুপারিশটিও যুক্তিসঙ্গত। যদি এ ধরনের উৎসাহমূলক সুযোগ-সুবিধা শিক্ষক-ডাক্তারদের দেয়া হয় তাহলে তারা প্র্যাকটিসিং ডাক্তারদের দিকে তাকিয়ে বিমর্ষ বোধ করবেন না। উপরন্তু শুধুমাত্র চিকিৎসা শিক্ষার মতো মহান পেশায় নিয়োজিত থাকার গৌরবে গৌরবান্বিত বোধ করবেন। আমরা আশা করবো, কমিটির এই সুপারিশ দেশে প্রয়োজনীয়সংখ্যক চিকিৎসক সৃষ্টিতে সহায়ক হবে এবং তার ফলে, হাসপাতাল, ক্লিনিক ও অন্যান্য স্থানে রোগীরা যথার্থ চিকিৎসা পাবেন।

সুপারিশমালায় পল্লীতে থাকতে ইচ্ছুক চিকিৎসকদেরও উৎসাহদানের কথা বলা হয়েছে। এ ব্যাপারেও দ্বিমতের অবকাশ নেই গ্রামাঞ্চলে ডাক্তাররা সহজে যেতে চান না।এ সমস্যা সামাধাকল্পেযদি ডাক্তারদের জন্য উৎসাহমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাহলে তা ফলদায়ক হবে বলেই আমাদের ধারণা।